রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ১৯, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ পৌষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/১৭ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০০৭।—Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর section 498(3) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা মেরিটাইম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সহায়তা ফিস্ বিধিমালা ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা বাংলাদেশী পতাকাবাহী সকল বাণিজ্যিক ও মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন কোন প্রমোদতরীর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর;

(খ) "আইন" অর্থ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983);

মূল্য : টাকা ৪.০০

(গ) "তহবিল পরিচালনা কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত তহবিল পরিচালনা কমিটি;

(ঘ) "কনভেনশন" অর্থ International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978;

(ঙ) "কোম্পানী" অর্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, যেমন ম্যানেজার বা বেয়ারবোট চার্টারার, যিনি জাহাজ পরিচালনার জন্য মালিকের নিকট হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং যিনি ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সম্মত হইয়াছেন;

(চ) "জাহাজ মালিক" অর্থ কোন বাংলাদেশী জাহাজের মালিক এবং উক্ত মালিকের যে কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ছ) "ট্রেনিং ফিস্" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় কোন ফিস;

(জ) "তহবিল" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত মেরিটাইম ট্রেনিং তহবিল;

(ঝ) "ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রেটিংদের ট্রেনিং প্রদানের জন্য দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রামে স্থাপিত "ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট";

(ঞ) "পরীক্ষা সেল" অর্থ বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্য অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা, ২০০২ এবং কনভেনশনে উল্লিখিত পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা সেল;

(ট) "প্রিন্সিপাল অফিসার" অর্থ নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার;

(ঠ) "বাংলাদেশী জাহাজ" অর্থ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 এর আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজ;

(ড) "মহাপরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঢ) "মেরিন একাডেমী" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নটিক্যাল ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জুলদিয়া, চট্টগ্রামে স্থাপিত মেরিন একাডেমী;

(ণ) "সমুদ্রগামী জাহাজ" অর্থ যে সকল জাহাজ বন্দরের আইন প্রয়োগ হয় এমন অভ্যন্তরীণ জলসীমা অথবা বিপদমুক্ত জলসীমা বা বিপদমুক্ত জলসীমার অতীব নিকটবর্তী এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

(২) যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি এই বিধিতে সংজ্ঞায়িত হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির অর্থ আইন ও কনভেনশনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। মেরিটাইম ট্রেনিং তহবিল।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মেরিটাইম ট্রেনিং তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) এই তহবিলের অর্থ মেরিটাইম ট্রেনিং তহবিলের নামে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিল ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৩) জাহাজ মালিক এবং কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ফিস্ তহবিলে জমা হইবে।

(৪) মেরিটাইম ট্রেনিং ও ইহার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিলে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হইবে।

(৫) কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

৪। তহবিল পরিচালনা কমিটি।—তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সরকার একটি তহবিল পরিচালনা কমিটি গঠন করিবে, যথা ঃ—

(ক) মহাপরিচালক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবের নিম্নে নয় এইরূপ একজন প্রতিনিধি;

(গ) কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী;

(ঘ) অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট;

(ঙ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, এবং

(চ) প্রিন্সিপাল অফিসার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৫। ফিস্ প্রদান।—(১) প্রত্যেক জাহাজ মালিক এবং কোম্পানী বিধি ৭ এ উল্লিখিত হারে ট্রেনিং ফিস্ প্রদান করিবেন।

(২) প্রতি বৎসর জাহাজের সেইফটি ইকুইপমেন্ট সনদ নবায়নের সময় প্রিন্সিপাল অফিসারের নিকট রসিদ মূলে এই ফিস্ জমা দিতে হইবে।

৬। ফিস্ সংগ্রহ।—(১) প্রিন্সিপাল অফিসার, জাহাজ রেজিস্ট্রেশন ও সেইফটি ইকুইপমেন্ট সনদ প্রদান অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সেইফটি ইকুইপমেন্ট সনদ নবায়নের সময়ে পরবর্তী বৎসরের জন্য ট্রেনিং ফিস্ সংগ্রহ করিয়া তহবিলে জমা প্রদান করিবেন।

(২) প্রিন্সিপাল অফিসার প্রত্যেক মাসে সংগৃহীত ট্রেনিং ফিস্রে হিসাব বিবরণী পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদনসহ মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৭। ট্রেনিং ফিস্ এর হার।—(১) প্রতিটি জাহাজের জন্য নিম্নে নির্ধারিত হারে ট্রেনিং ফিস্ প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

জাহাজের ধরণ (১)	নির্ধারিত ফিস্ (২)
সমুদ্রগামী জাহাজ, কোস্টাল কার্গো, ট্যাংকার জাহাজ, ফিশিং ট্রলার, ফিশিং বোট, কার্গো বোট বা অন্যান্য নৌযান	প্রতি ১০০ গ্রস টনের জন্য মাসিক ফিস্ ১০/- (দশ টাকা) যাহা প্রতি ১০০ গ্রস টনের জন্য বাৎসরিক ফিস্ ১২০/- (একশত বিশ টাকা)

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ট্রেনিং ফিস্ এর হার, মূল আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বর্ধিত করা যাইবে।

৮। ট্রেনিং ফিস্ বন্টন।—(১) তহবিল পরিচালনা কমিটি প্রতি অর্থ বৎসরের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত ট্রেনিং ফিস্ বাবদ আদায়কৃত অর্থ ৩০শে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত খাতে উহার বিপরীতে নির্ধারিত হারে বন্টন করিবেন, যথা ঃ—

খাত (১)	নির্ধারিত হার (২)
(ক) সরকারী কোষাগার	৫%
(খ) মেরিন একাডেমী	৪৫%
(গ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট	৩৫%
(ঘ) অধিদপ্তর কর্তৃক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, অধিদপ্তর ও পরীক্ষা সেল সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েব সাইট পরিচালনার জন্য	১৫%

(২) সরকারী কোষাগারের অনুকূলে বন্টনকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য খাতে বন্টনকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, এই বিধি সংশোধন করিয়া উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৯। ট্রেনিং ফিস্ এর ব্যবহার।—(১) ট্রেনিং ফিস্ শুধুমাত্র নিম্ন বর্ণিত কাজে ব্যয় করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়;

(খ) পরীক্ষা সামগ্রী ক্রয়;

(গ) প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বই, পুস্তক ও ম্যাগাজিন ক্রয়;

(ঘ) টেবিল, চেয়ার ও কম্পিউটার ক্রয়;

(ঙ) শিক্ষাট্যুর পরিচালনা;

(চ) ওয়েব সাইট পরিচালনা;

(ছ) প্রশিক্ষণ ব্যয়; এবং

(জ) স্টেশনারী ও বিবিধ।

(২) প্রতি অর্থ বৎসরের জন্য মেরিটাইম ট্রেনিং তহবিল পরিচালনা কমিটি প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন করিবেন।

১০। তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব তহবিল পরিচালনা কমিটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি অনুলিপি সরকার ও তহবিল পরিচালনা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তহবিলের রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং তহবিল পরিচালনা কমিটির যে কোন সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১১। প্রতিবেদন।—ট্রেনিং ফিস ব্যবহারকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রতি বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের বরাদ্দের নিমিত্ত তহবিল পরিচালনা কমিটির নিকট পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণীসহ একটি নিরীক্ষিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ এনায়েত উল্লাহ
সচিব।

এ. কে. এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।